দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ OCT 30 1999
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

শরীয়তপুরে ২১৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই

শরীয়তপুর সংবাদদাতা ॥ জেলার ৬টি থানার ২১৫টি গ্রামে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ফলে এই জেলায় সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। বিধি মোতাবেক কোন বিদ্যালয়ের চারিদিকে দুই কিলোমিটার এলাকায় নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু এই জেলার কোন কোন ক্ষেত্রে চার-পাঁচ কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়াও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নাই। এমতাবস্থায়, অভিভাবকগণ সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দূরত্বের কথা চিন্তা করিয়া শেষ পর্যন্ত অনেকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে উদ্যোগী হয় না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, গোসাইরহাট থানায় ৩১টি, ভেদরগঞ্জে ২৫টি, জাজিরায় ১৫টি, নড়িয়ায় ৫৮টি, ভামুড্যায় ৩৭টি ও শরীয়তপুর সদর থানায় ৪৯টি গ্রামে এখনও কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে নাই। ঐ গ্রামসমূহের বিদ্যালয়গমন উপযোগী ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না। কিছুসংখ্যক ছেলে-মেয়ে নিকটবর্তী গ্রামে গেলেও তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত না হইতেই কাটিয়া পড়ে। পরে তাহাদের আর শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

উল্লেখ্য যে, এই জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩শত ৯৬টি, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ শত ৩৭টি, আন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০টি, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮২টি ও স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৮টি। শিক্ষা জরিপ, ৯৮ মতে শরীয়তপুর জেলায় ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৮২ জন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৭ জন বিদ্যালয়ে যায়। বাকী ২৩ হাজার ১৫ জন বিদ্যালয়ে যায় না। এই হিসাব-কেতাবে থাকিলেও বাস্তবে হিসাবের মিল পাওয়া দুষ্কর।

এই জেলার বহুগ্রাম বিশেষ করিয়া চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। জরাজীর্ণ ভবন, বেঞ্চের অভাব, শিক্ষকদের ঠিকমত ক্লাস না নেওয়া প্রভৃতি কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। ফলে চরাঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালে বিপুলসংখ্যক শিশুকে ক্ষেতে-খামারে, বাজারে কাজ করিতে দেখা যায়।